উমরা কিভাবে করবেন

প্রণয়নে

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত এবং উস্তায
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা

পরিমার্জনে

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল-মাদানী

পিএইচডি (ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
উত্তরদাতা, ইসলামী সওয়াল জওয়াব 'আপনার জিজ্ঞাসা' এন.টিভি.

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন,

﴿ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴾

"ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষের জন্য দুনিয়ায় প্রথম যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে তা হলো কাবা গৃহ, যা বরকতমণ্ডিত ও বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতের দিশারী।" (সূরা ৩; আলে ইমরান: ৯৬)

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾

"(এ ঘরে) হজ্জ করার জন্য মানুষকে ডাক।" (সূরা ২২; হাজ্জ ২৭)

তাই বায়তুল্লায় তাওয়াফ করা হজ্জের জন্য যেমন ফরয, তেমনই উমরার জন্যও তা ফরয। তাইতো দেখা যায় বছরের বারো মাস দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা বান্দারা আল্লাহর ঘরে তাওয়াফ করতে থাকে। আসে তারা প্রাচ্য-প্রাতিচ্যের প্রতিটি আনাচে-কানাচে থেকে। কেউবা হজ্জে, কেউবা উমরায়। অর্থ, সময়, শ্রম বিলিয়ে দেয় ক্ষমা লাভের আশায়। আর সেই উমরা কিভাবে যথাযথভাবে আদায় করে পুণ্য হাসিল করা যায় সে উদ্দেশ্যেই আমার এ সাধনা ছোট্ট এ বইটি।

বাংলা ভাষায় এমনকি আরবীতেও যত বই এ পর্যন্ত আমার নজরে এসেছে তার প্রায় সবগুলোই হজ্জ ও উমরা উভয় বিষয়ে একত্রে লম্বা কলেবরে। সবাই জানেন, হজ্জ বছরে মাত্র পাঁচ-ছয় দিনের কাজ। আর উমরাতো বছরের প্রায় বারো মাস দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা। তাই একমাত্র ওমরাকে টার্গেট করে একটি পূর্ণাঙ্গ বই তাদের হাতে তুলে ধরা, যাতে এ বিষয়ে আদ্যোপান্ত পড়াশোনা করে একটি সহীহ উমরা আদায় করে বান্দা ঘরে ফিরতে পারে। আমাদের দেশটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আরবী চর্চা এখানে কম বলে সাধারণ ও ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের সংখ্যাই এদেশে বেশি। তাই আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে টার্গেট করে

এ বিষয়ের মাসাইল ও বিধি-বিধানগুলো সাজিয়েছি। এরপরও আলেম সম্প্রদায় কোনো মাসআলায় সহযোগিতা নিতে চাইলে এ বই থেকে তারাও অনেক মূল্যবান খোরাক পাবেন বলে আশা রাখি। এ বইটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো মাসআলার বিশুদ্ধতা, দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা, বিশুদ্ধ হাদীসের অগ্রাধিকার, জমহুর ফকীহদের মতামতের প্রাধান্য, কুরআন ও হাদীসের কোটেশন, সহজ ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা এবং প্রশ্নোত্তর আকারে সুসজ্জিতকরণ।

উমরা পালনের মতো মহান কাজটি সম্পাদনের জন্য একমাত্র ভূখণ্ড মক্কা মুকাররামা, যে ইবাদতটির সুযোগ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আর মক্কা সংশ্লিষ্ট ইবাদতের কাজটি আমি মক্কায় বসেই আল্লাহর নামে শুরু করেছি, ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৪৩৩ হিজরীর হজ্জের সফরে গিয়ে। এর অংশবিশেষ মদীনায় বসেও করেছি। সবশেষে এতে সমাপ্তি টেনেছি দেশে ফিরে দু'হাজার বারোর ডিসেম্বরে, আলহামদুলিল্লাহ।

দীর্ঘ দশ বছর মক্কা শরীফে উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে আরবী ভাষা ও তাফসীরুল কুরআন বিভাগে ছাত্র থাকার সুবাদে এবং এর পরেও কাবার দেশে যাওয়া-আসার সুযোগ হওয়ায় উমরা আদায়ে মানুষের অগণিত ভুল চোখে পড়ে। একজন মুসলিম হিসেবে এতে আমি মর্মাহত হই। তাই এ বিষয়ে মুসলিম মিল্লাতকে কিভাবে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়া যায় সে চিন্তা মাথায় নিয়ে মুসলিম ভাই-বোনদের খিদমতে এ বইটি প্রণয়নে মনস্থির করি। চেষ্টা করেছি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সহজ ভাষায় বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য।

বিগত বছরগুলোতে হাজীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে শত শত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। বিশেষ করে আরবী বই-পুস্তক পাঠে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ এবং সেখান থেকে প্রশ্ন তৈরি করে এগুলোর উত্তর পেশ করেছি। একই সাথে উমরা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার দিকেও লক্ষ্য রেখেছি। আরবী-বাংলা মিলিয়ে দুই ডজনেরও বেশি বইয়ে কম-বেশি নযর বুলিয়েছি। আল্লাহ এসব গ্রন্থকারদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন।

এরপরও যাতে কোনো ভুল না থাকে সেজন্য সহযোগিতা নিয়েছি, পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছি এমন কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীদেরকে যারা বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহ থেকে প্রায় সর্বোচ্চ নাম্বার নিয়ে পাস করে সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়েগুলো থেকে শরী'আ বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স, পি.এইচ.ডি. বা অন্যান্য ডিগ্রি নিয়েছেন। তাছাড়া তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা টঙ্গী শাখার আলিম শ্রেণীর ছাত্র হাফেজ আবদুর রহমান মূল গ্রন্থ থেকে হাদীসের নাম্বার বের করে দিয়েছেন। আমি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের মাতাপিতাসহ তাদের ও তাদের মাতাপিতাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। আমীন।

নিষ্ঠাবান আলেমে দীন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীনকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই, যিনি বইটি প্রকাশ করে হাজারো লাখো উমরা আদায়কারী আল্লাহর মেহমানদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ করে দিলেন।

সর্বশেষে সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যেকোনো সুন্দর পরামর্শ প্রদানের জন্য আবেদন জানিয়ে শুরুর কথা এখানেই শেষ করছি।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
সভাপতি, সিরাজনগর উম্মুলকুরা আলিম মাদরাসা
পো: রাধাগঞ্জ বাজার, রায়পুরা, নরসিংদী
মোবাইল ০১৭১১৬৯৬৯০৮
ইমেইল noor715@yahoo.com

উদ্ধৃতি নির্দেশিকা

প্রথমত: কুরআন কারীম থেকে দলীল প্রদানের ক্ষেত্রে সূরার নাম অতঃপর ডান পাশে আয়াত নাম্বার প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: হাদীস থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাম পাশে মূল হাদীসগ্রন্থের নাম ও ডান পাশে হাদীস নাম্বার দেওয়া হয়েছে। আর এ নাম্বার প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি ও প্রকাশনা সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন নাম্বার প্রদান করায় এক প্রকাশনীর সাথে অন্য প্রকাশনীর নাম্বারের কোনো মিল থাকে না। সে জন্য আমরা অনুসরণ করেছি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত 'মাক্তাবা শামেলা' থেকে, যা অনুসরণ করে থাকেন আরব দেশসহ সারা বিশ্বের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও পাঠকবৃন্দ। এ নাম্বার অনুসারেই ইন্টারনেটে আপনারা এ হাদীসগুলো খুঁজে পাবেন। এ জন্য বাংলাদেশে প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থগুলোর সাথে উক্ত নাম্বারের একটু গড়মিল হতে পারে বলে আমরা দুঃখিত। তবে তাওহীদ পাবলিকেশন্স– ৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থের সাথে আমার দেওয়া নাম্বারের মিল খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজনে তাদের প্রকাশিত বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ দেখে নিতে পারেন।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: উমরার ফযীলত	০০
দ্বিতীয় অধ্যায়: উমরার ফরয ও ওয়াজিবসমূহ	০০
তৃতীয় অধ্যায়: মীকাত পরিচিত	০০
চতুর্থ অধ্যায়: ইহরাম পরিচিতি	০০
পঞ্চম অধ্যায়: উমরা যেভাবে শুরু ও শেষ করবেন	০০
ষষ্ঠ অধ্যায়: মীকাত সংক্রান্ত মাসআলা	০০
সপ্তম অধ্যায়: ইহরামের মাসাইল	০০
অষ্টম অধ্যায়: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ	০০
নবম অধ্যায়: মক্কায় প্রবেশ ও করণীয়	০০
দশম অধ্যায়: তাওয়াফ	০০
একাদশ অধ্যায়: সা'ঈ	০০
দ্বাদশ অধ্যায়: চুল কাটা	০০
ত্রয়োদশ অধ্যায়: উমরার মাসাইল	০০
চতুর্দশ অধ্যায়: বদলি উমরা	০০
পঞ্চদশ অধ্যায়: শিশুর উমরা	০০
ষোড়শ অধ্যায়: হাজারে আস্ওয়াদ্ : ফযীলত ও বিধি-বিধান	০০
সপ্তদশ অধ্যায়: যমযমের পানি	০০
অষ্টদশ অধ্যায়: মক্কা মুকাররামা ও মাসজিদুল হারামে ইবাদতের বিধি-বিধান	০০
ঊনবিংশ অধ্যায়: বিদায়ী তাওয়াফ	০০
বিংশ অধ্যায়: বিবিধ মাসআলা	০০
একবিংশ অধ্যায়: মদীনা মুনাওয়ারা ও মসজিদে নববীতে ইবাদতের বিধি-বিধান	০০
দ্বাবিংশ অধ্যায়: কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ	০০
কুরআন কারীম থেকে	০০
হাদীস শরীফ থেকে	০০

প্রথম অধ্যায়

فَضَائِلُ الِعُمْرَةِ

উমরার ফযীলত

প্রশ্নঃ ১. উমরা পালনকারীকে আল্লাহ তাআলা কী কী পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন?

উত্তরঃ হাদীসে এসেছে পুরস্কারগুলো হলো:

১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَلْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهثمْ فَأَجُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ

"আল্লাহর পথে যারা জিহাদ করে তারা এবং হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে ডেকেছেন, আর তারা সে ডাকে সাড়া দিয়েছে– আর আল্লাহর কাছে তারা যা কিছু চাইবে, আল্লাহ তাই তাদের দিয়ে দেবেন।" (ইবনে মাজাহ: ২৮৯৩)

২. অন্য এক হাদীসে আছে,

إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسِتَغْفَرُوءهُ غَفَرَلَهُمْ

"(হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান) ফলে তারা যদি তাকে আহ্বান করে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন, আর যদি তারা গুনাহ মাফ চায়, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন।" (ইবনে মাজাহ: ২৮৯২)

৩. আবূ হোরাইয়া (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

"এক উমরা থেকে অপর উমরা পালন করার মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে হয়ে যাওয়া সকল গুনাহ এমনিতেই মাফ হয়ে যায়।" (বুখারী: ১৭৭৩)

৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স) বলেছেন,

عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً مَعِيَ

"রমযান মাসে উমরা করা আমার সাথে হাজ্জ করার সমতুল্য।" (বুখারী ১৮৬৩, মুসলিম ১২৫৬)

৫. আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مَعْتَمِرًا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি উমরা করার জন্য বের হয়ে পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উমরা পালনরত থাকার সাওয়াব লিখে দেবেন।" (তাবরানী, মু'জামুল আওসাত- ৫/২৮২; আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন)

৬. আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"বয়স্ক, শিশু, দুর্বল ও নারীর জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরা পালন করা।" (নাসাঈ: ২৬২৬, আলবানীর মতে হাদীসটি সহীহ)

৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"তোমরা হজ্জ ও উমরা পালন কর। কেননা, হজ্জ ও উমরা উভয় ইবাদত দারিদ্র্য, ও পাপরাশি দূরীভূত করে, যেমনভাবে রেত স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহার মরীচিকা দূর করে দেয়।" (তিরমিযী: ৮১০, হাদীসটি হাসান সহীহ)

৮. অপর একটি হাদীস জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

أَدِيْمثوْا لْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

"তোমরা হজ্জ ও উমরা পালন করতে থাক, এ দু'টো ইবাদত মানুষের দারিদ্র্য ও পাপ-পঙ্কিলতা মুছে ফেলে– যেমন রেতের ঘর্ষণে লোহার মরীচিকা সাফ হয়ে যায়।" (তাবরানী, মু'জামুল আওসাত- ৪/১৩৯, আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ। সিলসিলা সহীহা: ১০৮৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

فَرَائِضُ الْعُمْرَةِ وَاجِبَاتُهَا

উমরার ফরয ও ওয়াজিবসমূহ

প্রশ্নঃ ২. উমরার হুকুম কী?

উত্তরঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, উমরা করা সুন্নাত, ইমাম মালেকের একই মত। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে, উমরা করা ফরয। অর্থাৎ যার উপর হজ্জ ফরয তার উপর উমরাও ফরয।

প্রশ্ন ৩. উমরার ফরয ও ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ (ক) উমরার ফরয

কোনো কোনো ফকীহর মতে, উমরার ফরয শুধু কাবাঘর তাওয়াফ করা। কিন্তু জমহুর অর্থাৎ অধিকাংশ ফকীহর মতে, উমরার ফরয ৩টি:

১. ইহরাম করা, ২. তাওয়াফ করা, ৩. সাঈ' করা। উক্ত ফরযগুলোকে রুকনও বলা হয়ে থাকে।

খ. উমরার ওয়াজিব

১. মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম করা, ২. চুল কাটা।

প্রশ্নঃ ৪. ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত-এর কোনো এক-দু'টা ছুটে গেলে কী হবে?

উত্তরঃ ফরয ছুটে গেলে উমরা বাতিল হয়ে যাবে। কোনো একটা ওয়াজিব ছুটে গেলে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে ১টা ছাগল, ভেড়া

বা দুম্বা মক্কায় জবাই করে সেখানকার দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। দমদাতা নিজে এর গোশত খেতে পারবে না।

আর কোনো সুন্নাত ছুটে গেলে উমরার কোনো ক্ষতি হয় না।

প্রশ্নঃ ৫. উমরা কখন করতে হয়?

উত্তরঃ বছরের যেকোনো মাস, যেকোনো দিন ও রাতে উমরা করা জায়েয।

তবে হানাফী ফকীহগণ ৫ দিন উমরা করা মাকরূহ মনে করেন। আর সেগুলো হলো– আরাফার দিন, কুরবানীর ঈদের দিন এবং আইয়্যামে তাশরীকের ৩ দিন।

তৃতীয় অধ্যায়

اَلتَّعْرِيْفُ بِالْمِيْقَاتِ

মীকাত পরিচিত

প্রশ্নঃ ৬. মীকাত কী?

উত্তরঃ মীকাত হলো সীমা। সেটা স্থান ও সময় উভয়টিকেই শামিল করে। মীকাতে যামানী ও মীকাতে মাকানী। তবে আমরা সাধারণত মীকাত বলতে সীমানা বা স্থানই বুঝে থাকি। সে হিসেবে মীকাত হচ্ছে, বর্ডার অর্থাৎ সীমান্ত এলাকা। এটাকে বাংলায় প্রবেশদ্বারও বলা যায়। যারা হজ্জ বা উমরা পালন করতে চায় তাদের জন্য মসজিদে হারামের চার পাশে ৫টি প্রবেশদ্বার আছে। এগুলোকে শরী'আতের ভাষায় মীকাত বলা হয়। যারা হজ্জ বা উমরার নিয়ত করবে তাদের জন্য উক্ত বর্ডার বা মীকাত থেকে অথবা এর পূর্বেই ইহরাম করা ওয়াজিব। উক্ত

প্রবেশদ্বারগুলো নবী (স)-এর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এগুলোর নাম হলো–

১. যুল হুলাইফা,
২. আল জুহ্ফা,
৩. কারনুল মানাযিল,
৪. ইয়ালামলাম ও
৫. যাতু ইর্ক।

নাগরিকত্বের ভিত্তিতে নয়, অবস্থানের ভিত্তিতে মীকাতের ভেতরে ও বাইরের লোকেরা ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত। আর তা হলো–

১. যারা উপরিউক্ত পাঁচটি মীকাতের বাইরে বসবাস করে তাদেরকে বলা হয়, 'আফাকী' অর্থাৎ দূর-দিগন্তের অধিবাসী। আমরা বাংলাদেশে অবস্থানকারীরা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

২. আর যারা মীকাতের ভেতরে অবস্থান করে, কিন্তু তা মক্কা শহরের বাইরে ঐসব লোকদেরকে বলা হয়, মধ্যবর্তী এলাকার বাসিন্দা, চাই তারা দেশি বা বিদেশি হোক। এলাকাগুলো হলো জেদ্দা, হাদ্দা, বাহরা, জম্মুম ও উসফান।

৩. তৃতীয় প্রকার লোক হলো, যারা মক্কার পবিত্র হুদূদের সীমানার ভেতর অবস্থান করে। তাই তারা স্বদেশি বা ভিনদেশি হোক। এদেরকে বলা হয়, মাক্কী বা মক্কাবাসী।

প্রশ্নঃ ৭. বাংলাদেশ থেকে বিমানযোগে উমরা ও হজ্জযাত্রীরা কোথা থেকে ইহরাম করবে?

উত্তরঃ 'কারনুল মানাযিল' নামক স্থান থেকে। আর সাগরপথে নৌযানে গেলে ইহরাম করবে 'ইয়ালাম্লাম' থেকে। কেননা, এ দু'টোর গতিপথ ভিন্ন।

চতুর্থ অধ্যায়

تَعْرِيْفُ الْاِحْرَامِ

ইহরাম পরিচিতি

প্রশ্নঃ ৮. ইহরাম করা অর্থ কী?

উত্তরঃ হজ্জ বা উমরার ইবাদতে প্রবেশের নিয়ত করাই হচ্ছে ইহরাম। সে হিসেবে প্রথমে ইহরামের কাপড় পরবে, অতঃপর নিয়ত করবে। উমরা হলে উমরার নিয়ত, আর হজ্জ করলে হজ্জের নিয়ত।

ইহরামের কাপড় পরিধান, এতদসঙ্গে নিয়ত করা– এ দু'টো কাজের একত্রীকরণের মাধ্যমে ইহরাম পূর্ণতা পায়। কেউ ইহরামের কাপড় পরল, কিন্তু নিয়ত বাকি আছে– তার ইহরাম সম্পন্ন হলো না। অতএব ইহরামের কাপড় পরে নিয়ত করলে ইহরামের কাজটি সম্পন্ন হয়।

প্রশ্নঃ ৯. পুরুষের ইহরামের কাপড়টি কেমন?

উত্তরঃ চাদরের মতো দু' টুকরো কাপড়ের ১টি নিচে ও অপরটি গায়ে পরিধান করবে। সাদা রঙ উত্তম।

প্রশ্নঃ ১০. মেয়েদের ইহরামের কাপড় কিরূপ হবে?

উত্তরঃ তারা ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক পোশাক পরে নেবে। তা যেন পুরুষের পোশাকের মতো না হয়। বিশেষ করে লাল রঙের কাপড় তখন ব্যবহার না করাই উত্তম। তাছাড়া আরও কিছু সুনির্দিষ্ট নিষিদ্ধ কাপড় মহিলাদের জন্য রয়েছে, যার আলোচনা সামনে আসবে।

প্রশ্নঃ ১১. বিমান যাত্রীরা কিভাবে ইহরাম করবে?

উত্তরঃ ১. বাড়িতে গোসল করে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে নিতে পারেন। অথবা নিজ ঘর থেকে ইহরামের কাপড়ও পরে নিতে পারেন।

২. বিমান যখন মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছে তখন বিমান থেকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় যাদের পরনে ইহরামের কাপড় আছে তারা নিয়ত করে নেবেন। আর পরনে স্বাভাবিক পোশাক থাকলে তখনই তা বদলিয়ে ইহরামের কাপড় পরে নিয়ত করে ফেলবেন।

৩. উড়োজাহাজে ঘুমিয়ে যেতে পারেন বা ভুলে যেতে পারেন অথবা বিমানে না জানানোর আশঙ্কা থাকে, এ ভয়ে কেউ যদি নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরাম পড়ে নিয়ত করে ফেলে তবে তাও জায়েয আছে।

৪. আর যারা আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, গালফ ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সে যাবেন তারা ট্রানজিট পেসেঞ্জার হিসেবে আবুধাবী, দুবাই, দোহা, কুয়েত, বাহরাইন বা মাস্কাট এয়ারপোর্টে নেমে সেখানে পরিচ্ছন্নতা ও ওযূ-গোসলের কাজ সেরে ইহরাম করতে পারেন।

অথবা সেখানে শুধু ইহরামের কাপড় পরে নেবেন, অতঃপর বিমান মীকাতে আসার ঘোষণা দিলে তখন নিয়ত করতে পারেন।

৫. অন্তরে নিয়ত করবেন এবং মুখেও বলবেন,

'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাহ'।

৬. অতঃপর তালাবিয়্যা পড়তে শুরু করুন:

আর তা হলো–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّالْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক্, লাব্বাইকা লা-শারীকালাকা লাব্বাইক্। ইন্নাল্ হাম্দা অন্নি'মাতা লাকা অল্মুল্ক্। লা-শারীকালাক্"।

অর্থ: হাজির হয়েছি হে আল্লাহ! তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আমি হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার কোনো শরীক নেই। আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও। তোমার কোনো শরীক নেই।

لَبَّيْكَ হাজির হয়েছি, اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ, لَا شَرِيْكَ "অরূষ্ট কোনো শরীক নেই, لَكَ তোমার, إِنَّ নিশ্চয়ই, اَلْحَمْدَ সকল প্রশংসা, اَلنِّعْمَةَ নিয়ামত, اَلْمُلْكَ রাজত্ব।

৩৬. জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ ۚ ثَبِّتْنِيْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِيْ وَحَقِّقْ إِيْمَانِيْ وَارْفَعْ دَرَجَاتِيْ وَتَقَبَّلْ صَلَاتِيْ وَاغْفِرْ وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِيْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ

"হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উত্তম প্রার্থনা, উত্তম দু'আ, উত্তম সফলতা, উত্তম আমল, উত্তম সাওয়াব, উত্তম জীবন ও উত্তম মৃত্যু কামনা করছি। আমাকে তুমি অটল অবিচল রাখ। আমার আমলনামা ভারী করে দাও, আমার ঈমানকে সুদৃঢ় করো আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। আমার সালাত কবুল করো এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করো। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আমাকে অধিষ্ঠিত করো।" আমীন!
(হাকেম- ১/৫২৩)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى الْجَنَّةِ

"হে আল্লাহ! উচু বেহেশতে তোমার কাছে জান্নাতুল ফেরদাউস চাই।" (বুখারী: ২৭৯০, মুসলিম: ৭৪২৩)

৩৭. যুলুম নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকার ফরিয়াদ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

"হে আল্লাহ! আমি কাউকে যুলুম করি বা অন্য কেউ আমাকে যুলুম করুক– এ উভয় অবস্থা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।" (আবু দাউদ: ১৫৪৪, নাসাঈ: ৫৪৭৫)

৩৮. সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالءمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

"হে আল্লাহ! সমগ্র মুমিন-মুসলিম, নর-নারী জীবিত-মৃত সবাইকে তুমি মাফ করে দাও।"

৩৯. সমস্ত দু'আর সারগর্ভ দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ

"হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মাদ (স) তোমার কাছে যেসব কল্যাণকর জিনিস চেয়েছিলেন সেগুলো আমাকেও তুমি দাও। আর তোমার নিকট ঐসব অমঙ্গল-অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যে অমঙ্গল থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ (স) আশ্রয় চেয়েছিলেন।" (তিরমিযী: ৩৫২১)

৪০. ইবাদত কবুলের জন্য দু'আ

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

"হে আমাদের রব! আমাদের (এ ইবাদত) তুমি কবুল করে নাও। তুমিতো সবকিছুই শোন ও জান।" (সূরা ২: বাকারা ১২৭)

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَّعَلى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

হে আল্লাহ! প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত করো।

সমাপ্ত